এরাই আমাদের আগামী দিনের নেতৃত্ব দিবে এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ–জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

আজকে সারা বাংলাদেশে খেলাধুলার যে বিশাল আয়োজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছেন। এই খেলাধুলা গত ১৪ বছর আগে এরকম ছিল না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটি শুরু করেছেন আমাদের জাতির পিতার নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলেন যোগ্য সহধর্মনি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এই দুইজনের নামে এই যে খেলা এই খেলার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে খেলোয়াড় তৈরি হচ্ছে। তাতে আগামী দিনে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলবে ইনশাআল্লাহ।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

তিনি আরো বলেন এখনকার বাচ্চারা হাঁটতে হাঁটতে স্কুলে যায় এবং দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি আসে। কিন্তু আমরা এমন শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করছি যাতে শিশুরা দৌড়াতে দৌড়াতে স্কুলে যাবে এবং হাঁটতে হাঁটতে স্কুল থেকে বাড়ি আসবে। স্কুলের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়বে।
তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে করে বলেন, আপনারা স্কুলে খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করবেন যাতে শিশুরা স্কুলে আনন্দ করতে যেতে

পারে স্কুলের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ে।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মাঠে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আব্দুল কাদির মিয়া, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদি রাসেল, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমান হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

ইউনিয়ন পর্যায়ে বাছাইকৃত খেলার পরে উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন থেকে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপের ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বঙ্গমাতা গোল্ডকাপের ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় উপজেলা পর্যায়ে খেলায় অংশগ্রহণ করে।

উপজেলা পর্যায়ে খেলায় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে আনন্দবাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় যতারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট ফাইনালে মহিষনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কে হারিয়ে ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে রঘুনাথপুর একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের ১০ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ১০ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে লোকনাথপুর একাদশ বনাম রঘুনাথপুর একাদশ।

খেলায় লোকনাথপুর একাদশ কে ৫-০গোলে হারিয়ে প্রথম রাউন্ডে বিদায় জানালো রঘুনাথপুর একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ১৯৬১ সালের জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের গোল রক্ষক মুন্নাফের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় রঘুনাথপুর একাদশের ১০নং জার্সি পরিহিত দিপু কে।

প্রধান অতিথি ৯০ বছর বয়সের গোল রক্ষক মুন্নাফ বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। একজন ভালো খেলোয়াড় হতে হলে, সেই ব্যক্তিকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে, আর প্র্যাকটিস ছাড়া কোন কিছুর ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। যারা যত প্র্যাকটিস করেছে তারা তত জয় লাভ করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিরাজুল ইসলাম মাস্টার, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো,মালেক ভুঁইয়া, আব্দুল খালেক, রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন,

সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ ও আজমল।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে উকতো একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের ৯ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ৯ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে গোবিন্দহুদা একাদশ বনাম উকতো একাদশ। খেলায় গোবিন্দহুদা একাদশ কে ২-০গোলে হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় উকতো একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়ার হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় উকতো একাদশের ৭নং জার্সি পরিহিত রাজা কে।

প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়া বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। একজন ভালো খেলোয়াড় হতে হলে, সেই ব্যক্তিকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে, আর প্র্যাকটিস ছাড়া কোন কিছুর ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। যারা যত প্র্যাকটিস করেছে তারা তত জয় লাভ করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিরাজুল ইসলাম মাস্টার, সামসুল

আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো,মালেক ভুঁইয়া, আব্দুল খালেক, রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ। ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ ও আজমল।

দামুড়হুদায় ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

একমাত্র খেলা-ধুলায় পারে যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে সেই উপলক্ষে দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ৪ টায় দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে।এ খেলায় মোট ১২ টি দল অংশগ্রহণ করবে উদ্বোধনী ম্যাচে দর্শনা বয়েজ ক্লাব বনাম চুয়াডাঙ্গা জাফরপুর একাদশ এ টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে দুটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় দর্শনা বয়েজ ক্লাব ১ চুয়াডাঙ্গা জাফরপুর একাদশ ১গোলে খেলাটি ড্র করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে: প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, এক সময় আমাদের দেশের খেলা- ধুলার মান খুবই খারাপ ছিলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকার সাথে সাথে খেলা-ধুলার মানও উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সকলকে মাদক পরিহারের অঙ্গীকার করতে হবে। একমাত্র খেলা-ধুলায় পারে যুবসমাজকে মাদক থেকে দুরে রাখতে। আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে খেলা-ধুলার বিকল্প নেই।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সিরাজুল ইসলাম মাস্টার বলেন, মাদকের ভয়াল থাবা থেকে আমাদের সন্তানদের দুরে রাখতে হবে। মাদক থেকে দুরে থাকতে হলে খেলা-ধুলার বিকল্প নেই। মাদকাশক্ত একটি সন্তান ওই পরিবারের অভিশাপ। একটি পরিবারকে ধ্বংশ করতে একজন মাদকাশক্ত সন্তানই যথেষ্ট। তাই অভিভাবকদেরও লক্ষ রাখতে হবে আপনার সন্তান কোথায় যায়, সে মাদকাশক্ত কিনা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আবুল কালাম আজাদ মিয়া, আহসান কবীর রিপন মিয়া, আমজাদ হোসেন,নিশান তরফদার, ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, শহিদুল ইসলাম।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদ এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, রাজীব,স্বপন,রনি, হাফিজুর,আরিফ, নাজির,মুসা, আজাদ, হাসিবুল সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মেডিক্যাল টিমের দায়িত্ব পালন করেন রাশিদুল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স দামুড়হুদা।
আয়োজনে: জয়রামপুর গ্রামবাসী।

যুব সমাজের অবক্ষয় রোধে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে -বিচারপতি আবু জাফর সিদ্দিকী

যুব সমাজের অবক্ষয় রোধে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার আপীল বিভাগের সরকারী কৌশুলী মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী।

লেখাপড়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে খেলাধুলায় মনোযোগী হওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তাই যুব সমাজকে খেলাধুলায় আগ্রহী করতে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান তিনি।

গত শুক্রবার বিকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের আটিগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়ন পরিষদ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিচারপতি এসব কথা বলেন।

এ সময় তিনি আরও বলেন, যুব সমাজের অবক্ষয় রোধে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খেলাধুলার মাধ্যমে শরীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। লেখাপড়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে খেলাধুলার প্রতি সকলের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। খেলাধুলা একজন খেলোয়াড়কে শৃঙ্খলা রক্ষায় অভ্যস্থ করে তুলে।

খেলার মাধ্যমে ভাল খেলোয়াড় তৈরি হলে তারা দেশে বিদেশে সুনাম বয়ে আনতে পারবে। তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ কে এম টিপু সুলতান তার বক্তব্যে বলেন, অপসংস্কৃতি সমাজকে গ্রাস করছে।

এর থেকে যুব সমাজকে বের করে মাঠে টেনে আনতে হবে। তিনি আরও বলেন, একটি সুস্থ জাতি দেশের উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক। সুস্থতা রক্ষায় খেলাধুলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই শিক্ষার্থীসহ যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে।

ছাতিয়ান ইউনিন পরিষদের চেয়ারম্যান কবির হোসেন বিশ্বাসের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসিবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খাইরুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল কাদের,সহকারী কমিশনার হারুন অর রশিদ, দিশার নির্বাহী পরিচালক রবিউল ইসলাম প্রমুখ। পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।